পনপ্রথার উৎস সন্ধানে

নীহারেন্দু নাথ.

কোন সামাজিক আচার বা প্রথাকে যদি কু-প্রথা বা কদাচার বলে মনে করা হয় তবে তার সম্পর্কে একটি মাত্র নীতিগত মনোভাব হওয়া উচিৎ তাকে দূরীকরণে চেষ্টা করা। আর এই চেষ্টা কখনও সফল হতে পারে না যদি তার সঙ্গে অসহযোগিতা না করা হয়। পণপ্রথা বিরোধি সভা মিছিল আলোচনার শেষ নেই।," পণ দেবনা পণ নেব না"- স্লগানে মুখর হয় রাজপথ, তবুও পণপ্রথা আজো আছে একই রকম। সামাজিক সহযোগিতা না থাকলে দীর্ঘদিন একটি কদাচার গায়ে গতরে বহাল থাকতে পারেনা। পণপ্রথার উৎস খোঁজতে হলে সামাজিক বাস্তবতার দিকে তাকাতে হবে।

প্রথমতঃ- নারী পুরষে ভিন্নমনোভাব আবহমান কাল থেকে সমাজ পূতিত রয়েছে। নারী মানে করুনাময়ী, কোমল, সেবাপরায় না দূর্বল, অবলা রক্ষিতা, Liability। অন্যদিকে পুরুষ মানে সবল, দৃঢ়, রক্ষক, asset। নারী হস্তান্তর যোগ্য সম্পদ আর পুরুষ সেই সম্পদের অধিকারী। হিংস্র পুরুষের হাতে শিকার হবার ভয় নারীকে তাড়া করে।

সমাজের দায়ীত্ব থাকে এই ভয় থেকে মেয়েদের আড়াল করা। কি ভাবে ? তার উপর নানান বিধিনিষেধ আরোপ করে ? তাকে শেকল পরিয়ে দায়ীত্বশীল রক্ষকের হাতে তুলে দিয়ে (বিবাহের মাধ্যমে) ? এখানে পুরুষটি দয়া করছেন তাই তাকে উপহার প্রদান করতে হয়, পণদিতে হয়। এটাই সুপ্রাচীন কাল থেক প্রবাহমান সামাজিক মনোভাব।

দ্বিতীয়তঃ- অশিক্ষা বা অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা থেকে জন্ম নেওয়া কিছু ধারনা এমন যে নারীরা পুরুষের থেকে কম প্রতিভাশালী। এই ধারনাটা যে শুধু পুরুষের মধ্যেই বর্তমান তা নয়, নারীদেরও অধিকাংশ উৎসাহ সহকারে বিশ্বাসটাকে পোষন করেন। নারীদের দৈহিক গঠন (Anatomy) পুরুষের থেকে ভিন্ন হলেও মানসিক গঠনে, ব্যক্তিত্বে বা চিন্তাশীলতায় যেকোন ভিন্নতা নেই এই বৈজ্ঞানিক সত্যটা আজও সমাজে সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি।

তৃতীয়তঃ- যুবক যুবতীদের কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতার জন্য এবং সমাজের রক্ষনশীল মনভাবের জন্য নারী পুরুষের অবাদ-মেলামেশার সুযোগ খুবই কম থাকে। তাই বিয়ের ব্যাপারে দায়ীত্ব থাকে পরিবারের উপর। পরিবার তার দায় এড়াবার জন্য অপরিণত বয়সে প্রতিষ্ঠিত কোন পাত্রের নিকট মেয়েকে সমর্পন করতে সচেষ্ঠ হন এক্ষেত্রে কন্যার মতামতের কোন মূল্য থাকেনা।

স্পষ্টতই পনপ্রথার কারণ অত্যন্ত জটিল। কিন্তু লজ্জাজনক প্রথার সমর্থনে যে একটি প্রচ্ছন্ন সামাজিক সহমত রয়েছে তা অস্বীকার করা যাবে না। এক পক্ষ যখন বলেন আমরা কিছুই চাইনা; আপনারা খুশি হয়ে যা দেবেন তাই নেব"- তখন অন্য পক্ষের বক্তব্য থাকে
- "আমাদের মেয়েকে আমরা কি খালি হাতে বিদেয় করতে পারি।" এই প্রচ্ছন্ন সহযোগিতার মনভাবেই পন প্রথা প্রতাপশালী হয়। যে কারনেই প্রতাপশালী হোকনা কেন পন দিতে অক্ষম বাবা-মা যে অত্যাচার বা করুনার যোগ্য বিবেচিত হন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আজও নিরুপমারা মারা যায়। এ মৃত্যু নারী পুরুষ সকলেরই লজ্জা। তাই একা নারী নয় নারী পুরুষের যৌথ আন্দোলন আমাদের মনোজগতে গড়ে তুলতে হবে। প্রচলিত ধ্যান-ধারনার বাইরে গিয়ে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির বিচারে গড়ে ওঠা গনজাগরনই পারবে পনপ্রথার মূলচ্ছেদ ঘটাতে।